Contact http://www.asram.org

এপ্রিল

২রা এপ্রিল

পাওলার সাধু ফ্রান্সিস, বিজনাশ্রমী

তপস্যাকালে : শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

(দ্বিতীয়) পাঠ - পাওলার সাধু ফ্রান্সিসের পত্রাবলি ১৪৮৬ সালের পত্র

অকপট অন্তরে মনপরিবর্তন কর

যিনি সকলকে ন্যায্য প্রতিদান দান করে থাকেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট তোমাদের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি দান করুন।

তোমাদের যেখানেই যেতে বা বাস করতে হবে না কেন, সমস্ত অনিষ্ট থেকে দূরে থাক ও সমস্ত বিপদ এড়াও। আমাদের সকল ভ্রাতার সঙ্গে আমরা অযোগ্য হয়েও সনাতন পিতা ঈশ্বরের কাছে, তাঁর পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছে ও তাঁর গৌরবময়ী জননী সেই কুমারী মারীয়ার কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করে থাকব, তাঁরা যেন তোমাদের অনুক্ষণ রক্ষা করেন, আত্মা ও দেহের পরিত্রাণে তোমাদের চালিত করেন, ও শেষ পর্যন্তই বৃদ্ধিশীল মঙ্গলের দিকে তোমাদের অগ্রগতি আশীর্বাদ করেন।

অপর দিকে, ভ্রাতৃগণ, আমি যথাসাধ্য তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আত্মার পরিত্রাণের বিষয়ে সুবিবেচক ও তৎপর হও; একথা ভাব যে, মৃত্যু সকলেরই অনিবার্য, জীবন ক্ষণস্থায়ী, এমনকি তা এমন ধূমের মত যা শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগের কথা স্মরণ করে থাক; চিন্তা কর কতই না সীমাহীন সেই ভালবাসা যা আমাদের ত্রাণ করতে স্বর্গ থেকে এ পৃথিবীতে নেমে এল: তিনি তো আমাদের জন্য বহু নিপীড়ন সহ্য করলেন, ক্ষুধা, শীত, পিপাসা, উত্তাপ ও যত মানবীয় যন্ত্রণা ভোগ করলেন, আমাদের ভালবাসার খাতিরে কিছুই অস্বীকার করেননি, বরং সবকিছুতে নিখুঁত সহিষ্ণুতা ও সিদ্ধ প্রেমের আদর্শ দান করলেন। তাই এসো, আমাদের প্রতিকূলতায় সকলেই সহিষ্ণু হই, তা প্রেমের খাতিরেই সহ্য করি, একথা ভেবে যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট অপরের জন্য তত সঙ্কট ও ক্লেশ ভোগ করলেন।

সুতরাং, সমস্ত হিংসা ও শত্রুভাব ত্যাগ কর, অধিক তিক্ত কথন বিষয়ে খুবই সতর্ক থাক; আর তোমাদের মুখ থেকে তেমন কথা বের হলে তবে যেখান থেকে সেই আঘাত বের হয়েছে সেই মুখ থেকে প্রতিকারও বের করতে দ্বিধা করো না: অর্থাৎ পরস্পরকে ক্ষমা কর, ও তোমাদের যে অপমান করা হয়েছে সে দিকে আর চিন্তা করো না। কেননা ক্ষতিকে স্মরণ করা মানে অপমান, তা আবার হল উন্মত্ততার শেষ সীমা, পাপের রক্ষা, ধর্মময়তার প্রতি ঘৃণা, কলুষিত তীর, আত্মার বিষ, সদ্‌গুণাবলির বিতাড়ন, অন্তরের মৃত্যুজনক কীট, প্রার্থনার বিভ্রান্তি, ঈশ্বরের কাছে যাচ্‌নার বিদারণ, ভ্রাতৃপ্রেমের বিসর্জন, আত্মায় পোঁতা পেরেক, অফুরন্ত পাপ ও দৈনিক মৃত্যু!

শান্তিই ভালবাস, কারণ তা এমন ধন যা সর্বজাতির যত ধনের চেয়েও শ্রেয়। এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, আমাদের পাপ ঈশ্বরকে ক্রোধের দিকে চালিত করে। এজন্য আত্মসংস্কার কর ও অতীতকালের পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, কারণ ঈশ্বর তোমাদের অপেক্ষায় হাত বাড়িয়ে আছেন! জগতের কাছে যা লুকিয়ে রাখি, তা ঈশ্বরের কাছে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তবে অকপট অন্তরেই মনপরিবর্তন কর। এমনভাবে জীবনযাপন কর, যাতে প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার, আর আমাদের পিতা ঈশ্বরের শান্তি তোমাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করুক।

শ্লোক ২ করি ৪:১১,১৬ দ্রঃ
℟ আমরা জীবিত হয়েও যীশুর জন্য সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
℣ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।
℟ যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে,
℣ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

৪ঠা এপ্রিল

সাধু ইসিদোর, ধর্মপাল ও আচার্য

তপস্যাকালে : শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু ইসিদোর-লিখিত 'আধ্যাত্মিক বচনমালা' ৩য় পুস্তক ৮-১০

ঐশরাজ্যে সেই দক্ষ শাস্ত্রবিৎ

প্রার্থনা আমাদের বিশুদ্ধ করে, শাস্ত্রপাঠ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে; এসো, সম্ভব হলে দু'টোকেই ব্যবহার করি কেননা উভয়ই মঙ্গলকর; সম্ভব না হলে তবে পাঠের চেয়ে প্রার্থনাই শ্রেয়।

যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে, তার উচিত প্রায়ই প্রার্থনা করা, প্রায়ই শাস্ত্রপাঠ করা। কেননা আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলি; আর যখন পাঠ করি, তখন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন।

সমস্ত অগ্রগতি পাঠ ও ধ্যান থেকেই আগত। কেননা আমরা যা যা জানি না, তা পাঠের মধ্য দিয়েই শিখি, আর যা যা শিখে থাকি, তা ধ্যানের মধ্য দিয়েই গেঁথে রাখি।

পবিত্র শাস্ত্রপাঠে আমরা দ্বিবিধ ফল পাই : কেননা পাঠ আমাদের জ্ঞান আলোকিত করে, ও সংসারের অসার বস্তু থেকে মানুষকে কেড়ে নিয়ে তাকে ঈশ্বরপ্রেমে চালিত করে।

পাঠের উদ্দেশ্যও দ্বিবিধ : প্রথম, শাস্ত্রের অর্থ বোঝা ; দ্বিতীয়, যথাসাধ্য উপকারিতা ও ভক্তির সঙ্গে তা ঘোষণা করা। কেননা পাঠক যা পাঠ করে, আগে তা বুঝতে চেষ্টা করে, তারপরেই, যা বুঝতে পেরেছে, তা ঘোষণা করতে উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

উত্তম পাঠক যা পাঠ করে তা শিখতে যতখানি আগ্রহ দেখায়, তার চেয়ে তাকে বেশি আগ্রহ দেখাতে হয় যাতে বিষয়টা বাস্তবায়িত করে। কেননা জিজ্ঞাসার বিষয় জেনে তা পালন না করা, তার চেয়ে বিষয়টা না জানাই কম দণ্ডনীয়। কারণ যেমন পাঠ করায় আমরা আমাদের জানবার আগ্রহ দেখাই, তেমনি জানায় আমরা যা শিখতে পেরেছি তা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছাও আমাদের অনুভব করা উচিত।

পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ কেউই উপলব্ধি করতে পারে না, যদি তা অধ্যবসায়ের সঙ্গে পাঠ না করা হয়, যেমনটি লেখা আছে : *তাকে সম্মান দেখাও, তা তোমাকে উন্নীত করবে ; তাকে আলিঙ্গন করলে তা হবে তোমার গৌরব।*

মানুষ শাস্ত্রপাঠে যতখানি অধ্যবসায় দেখাবে, তা থেকে ততখানি উর্বর উপলব্ধি সংগ্রহ করবে ; যেমন মাটি যতখানি চাষ করা হয় ততখানি উর্বর ও ফলপ্রসূ হয়।

অনেকেই আছে, যাদের বোধশক্তি উত্তম, কিন্তু পাঠে অধ্যবসায়ী নয় ; আর পাঠ করায় যা শিখতে পারছিল, পাঠ অবহেলা করায় তা তুচ্ছ জ্ঞান করে। আরও অনেকেই আছে, জানবার আগ্রহ যাদের আছে, কিন্তু জ্ঞানের অযোগ্যতা বশত তা থেকে বঞ্চিত। তথাপি এরা পাঠে অধ্যবসায়ী হলে তবে তাও জানতে পারবে, বুদ্ধিমান অবহেলা করায় যা জানতে পারেনি।

যেমন কম বুদ্ধিমান মানুষ নিজ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজ অধ্যবসায়ের মঙ্গলকর ফল সংগ্রহ করে, তেমনি ঈশ্বর-দেওয়া উপলব্ধি-দান যে অবহেলা করে, সে নিজেকে দণ্ডনীয় করে, কারণ পাওয়া দানটি অবজ্ঞা করে ও তা ফলহীন অবস্থায় ফেলে রাখে।

ধর্মতত্ত্ব ঐশঅনুগ্রহের সহায়তায় ছাড়া যদিও কান পর্যন্ত যায়, তবু হৃদয়গভীরে যেতে পারে না ; বাইরে চিৎকার করে বটে, কিন্তু অন্তরে উপকারিতার লেশমাত্র নেই। তখনই মাত্র ঐশবাণী কানের মধ্য দিয়ে হৃদয় পর্যন্ত যায়, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্পর্শে অন্তর উপলব্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে।

শ্লোক মথি ১৩:৫২ ; প্রবচন ১৪:৩৩

℟ যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি

℣ তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনে (আল্লেলুইয়া)।

℟ সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে ; নির্বোধদের অন্তর সে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে

℣ তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনে (আল্লেলুইয়া)।

৫ই এপ্রিল

সাধু ভিন্সেণ্ট ফেরের, পুরোহিত

তপস্যাকালে : শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু ভিন্সেণ্ট ফেরের-লিখিত 'আধ্যাত্মিক জীবন' ১৩

বাণীপ্রচার কেমন হওয়া উচিত

উপদেশ বা ধর্মীয় বক্তৃতা দানকালে তোমার বিশেষ কর্তব্য এ : বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরল ভাষা ও সাধারণ কথা ব্যবহার কর। দৃষ্টান্তের উপর যথাসাধ্য নির্ভর কর, যেন যে কোন পাপী যে বিশেষ একটা পাপ করেছে, সে গভীরভাবে অনুভব করতে পারে যে তুমি কেবল তাকেই উদ্দেশ করে কথা বলছ। এমনভাবে কথা বল যেন এমনটি না মনে হয় যে উপদেশ গর্বোদ্ধত ও ক্রোধান্বিত অন্তর থেকে আসে, বরং ভালবাসা ও পিতৃস্নেহ থেকেই আসে। আরও, এমন পিতারই মত ব্যবহার কর যিনি পথভ্রান্ত বা গুরুতম অসুস্থতায় আক্রান্ত সন্তানদের জন্য দুঃখিত। তারই মত ব্যবহার কর, যে গভীর গর্ত থেকে পতিত মানুষকে বের করতে ও মুক্ত করতে ইচ্ছা করে ও মায়ের মত তাকে শুশ্রূষা করতে বাসনা করে। এক কথায়, এমন একজনেরই মত ব্যবহার কর, যে শ্রোতাদের অগ্রগতিতে প্রীত ও স্বর্গের আনন্দে তাদের চালিত করতে প্রত্যাশা রাখে।

তেমন ব্যবহার শ্রোতাদের পক্ষে সাধারণত খুবই উপকারী, অপরদিকে সদ্‌গুণ ও রিপু সংক্রান্ত ভাসা ভাসা একটা উপদেশ শ্রোতাদের স্পর্শ করে না।

একই প্রকারে পাপস্বীকারের সময়ে, তুমি ভীরু স্বভাবের মানুষকে সান্ত্বনা দাও বা পাপাসক্ত ব্যক্তির অন্তরে ভয় সঞ্চার কর বা যাই কিছু কর না কেন, তুমি সবসময়ই ভালবাসাসুলভ ভাব দেখাও, যাতে পাপী বুঝতে পারে যে তোমার কথা অকপট ভালবাসা থেকেই আগত।

যতখানি সম্ভব, তিক্ত কথার চেয়ে কোমল ও মধুর কথাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

তাই তুমি যে প্রতিবেশীর আত্মার মঙ্গল চাও, সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের উপর সমস্ত হৃদয় দিয়ে নির্ভর কর, ও তাঁর কাছে এ বর সরলভাবেই যাচ্না কর, তিনি যেন তোমার অন্তরে সদ্‌গুণাবলির সিদ্ধি সেই ভালবাসাই সঞ্চার করেন যাতে তুমি যা ইচ্ছা কর তা সাধন করতে পার।

শ্লোক ২ তি ৪:২; শিষ্য ২৬:২০ দ্রঃ
℣ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর
℟ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই (আল্লেলুইয়া)।
℣ আমি মনপরিবর্তন ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের বাণী প্রচার করে থাকলাম
℟ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই (আল্লেলুইয়া)।

৭ই এপ্রিল

সাধু জন বাপ্তিস্ট দ্য লা সাল, পুরোহিত

স্মরণ

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু জন বাপ্তিস্ট দ্য লা সাল-লিখিত 'ধ্যান প্রসঙ্গ' ২০১ ধ্যান

খ্রীষ্টের ভালবাসাই যেন তোমাদের বশে রেখে চালায়

তোমরা পলের এ কথা অন্তরে ভাব যে, ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রেরিতদূত, নবী ও আচার্যদের রেখেছেন, তবেই নিশ্চিত হবে যে তিনি নিজেই তোমাদের এ দায়িত্ব দিয়েছেন। একই পল এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, সেবাকর্ম নানা প্রকার ও কাজও নানা প্রকার, কিন্তু একই আত্মা এ দানগুলির প্রত্যেকটার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন সকলেরই মঙ্গলার্থে, তথা মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে। সুতরাং তোমাদের এমন সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয় যে, তেমন অনুগ্রহ তোমাদের সত্যিই দেওয়া হয়েছে কিনা, কেননা বালকদের শিক্ষা দান করা, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা ও প্রকৃত ধর্মভাবে তাদের গঠন করা ঈশ্বরের মহাদান। তিনিই এ কাজে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে তোমাদের এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, যেন তোমাদের হাতে ন্যস্ত বালকেরা অনুভব করতে পারে যে, তোমরা ঈশ্বরের সেবকরূপেই নিজ কর্তব্য অনুশীলন কর, এবং তোমাদের ভালবাসা ভণ্ড নয়, বরং ভ্রাতৃসুলভ ভাবনা। তোমরা ঈশ্বরের সেবক বটে, কিন্তু খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীরও সেবক। এ থেকেই তোমাদের শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ একটা দিশা নির্গত, যেমনটি সাধু পলের কথা থেকে অনুমান করা যায় যখন তিনি চেতনা দান করে বলেন যে, যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের সকলকেই খ্রীষ্টের সেবক বলে পরিগণিত করা উচিত। তারা ঠিক যেন সম্পাদকেরই মত, যারা খ্রীষ্টের হয়ে পত্র লেখে। তারা তো কালি দিয়ে নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারাই লেখে; আরও, পাথুরে লিপিফলকে নয়, মাংসময় লিপিফলক স্বরূপ বালকদের হৃদয়েই লেখে। খ্রীষ্টের ভালবাসাই যেন অনুক্ষণ তোমাদের বশে রেখে চালায়, কারণ যীশুখ্রীষ্ট *সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।* সুতরাং তোমাদের দ্বারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে উদ্দীপিত হয়ে তোমাদের ছাত্ররা যেন অনুভব করে যে ঈশ্বর নিজেই তোমাদের মধ্য দিয়ে তাদের চেতনা দান করছেন, কারণ তোমরা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি।

এও প্রয়োজন রয়েছে যে, তোমরা মণ্ডলীকেও দেখাবে, তার প্রতি কেমন ভালবাসায় তোমরা উদ্দীপ্ত; আবার, তার কাছে তোমাদের তৎপরতা প্রমাণসিদ্ধ করতে হবে; কেননা তোমরা সেই মণ্ডলীরই জন্য কাজ কর, যে মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ। সুতরাং তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠায় দেখাতে হবে যে, ঈশ্বর তোমাদের হাতে যাদের দিয়েছেন, তোমরা তাদের সেইভাবে ভালবাস, খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে যেভাবে ভালবেসেছেন।

আপ্রাণ চেষ্টা কর, বালকেরা যেন এ ধরনের চিন্তাধারায় প্রবেশ করে ও এমন যোগ্যতা অর্জন করতে পারে যেন একদিন বিনা কালিমা ও বিনা রেখায় যীশুখ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে গৌরবমণ্ডিত হয়েই দাঁড়াতে পারে। তাতে ভাবীকালে সেই অনুগ্রহের প্রাচুর্যময় ঐশ্বর্য প্রকাশ পাবে যা ঈশ্বর তাদের মঞ্জুর করেছেন। কেননা ঈশ্বর তাদের এমন অনুগ্রহ দান করেছেন তারা যেন শিখতে পারে, ও তোমাদের এমন অনুগ্রহ দান করেছেন তোমরা যেন শিক্ষা দান করতে ও চরিত্র গঠন করতে পার, যাতে করে তারা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের রাজ্যে প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে।

শ্লোক মার্ক ১০:১৩-১৪,১৬ দ্রঃ
℣ লোকে শিশুদের যীশুর কাছে আনত তিনি যেন তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন; কিন্তু যীশু বললেন:
℟ শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)।
℣ তিনি তাদের কোলে করলেন, ও তাদের উপর হাত রেখে তাদের আশীর্বাদ করে বললেন:
℟ শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)।

১১ই এপ্রিল

সাধু স্তানিস্লাস, ধর্মপাল ও সাক্ষ্যমর

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের পত্রাবলি পত্র ৫৮:৮-৯,১১

বিশ্বাসের সংগ্রাম

আমরা বিশ্বাসের সংগ্রামে সংগ্রাম ও লড়াই করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, তাঁর দূতেরাও চেয়ে দেখেন, খ্রীষ্টও চেয়ে দেখেন। আহা, ঈশ্বরের সাক্ষাতে সংগ্রাম করা ও সংগ্রামের বিচারকর্তা খ্রীষ্টের দ্বারা মাল্যভূষিত হওয়া কেমন সম্মান, কেমন সুখ!

এসো, প্রিয়তম ভাইবোনেরা, অস্ত্র ধারণ করি, সমস্ত শক্তি দিয়ে অক্ষুণ্ন অন্তরে ও পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তিময় সদ্‌গুণ দিয়ে সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। ঈশ্বরের সমস্ত সেনাদল সম্মুখীন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাক!

ধন্য পল নিজেই অস্ত্র ধারণ করতে ও প্রস্তুতি নিতে আমাদের আহ্বান করে বলেন: *সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম প'রে, এবং শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও; বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভাতে পার; এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর।*

এসো, এ সমস্ত অস্ত্র ধারণ করি, এ আধ্যাত্মিক ও স্বর্গীয় রণসজ্জা পরিধান করি, যেন অশুভ দিনে শয়তানের হুমকি ও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি।

এসো, ধর্মময়তার বুকপাটা পরি, যেন শত্রুর তীরের আঘাতে আমাদের বুক নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। আমাদের পা সুসমাচারের শিক্ষার পাদুকায় সজ্জিত ও বিপদমুক্ত হোক, যেন আমরা সেই সাপকে মাড়িয়ে দিতে ও পদদলিত করতে লাগলেই সে কামড় দিয়ে আমাদের পরাজিত না করে।

এসো, দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাসের সেই ঢাল ধারণ করি, যার রক্ষায়, শত্রু যতই অগ্নিবাণ ছুড়ে মারুক না কেন আমরা তা নিবাতে পারব।

এসো, মাথার রক্ষায় সেই আধ্যাত্মিক শিরস্ত্রাণও ধারণ করি, যেন সুরক্ষিত হয়ে আমাদের কান মৃত্যুজনক বাণী না শোনে ও আমাদের চোখ নিন্দনীয় দৃশ্য না দেখে। কপাল সুরক্ষিত হোক, যেন ঈশ্বরের চিহ্নের ক্ষতি না হয়; মুখও সুরক্ষিত হোক, যেন আমাদের ওষ্ঠ বিজয়ী হয়ে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কথা স্বীকার করতে পারে।

এসো, আমাদের ডান হাতও আধ্যাত্মিক খড়্গ দ্বারা অস্ত্র-সজ্জিত করি, সে যেন ঘৃণ্য বলিদান দৃঢ়তার সঙ্গে ত্যাগ করতে পারে, ও খ্রীষ্টযাগের কথা স্মরণ করে প্রভুর দেহ গ্রহণ করে তাকে আলিঙ্গন করতে পারে এই প্রত্যাশায় যে, একদিন সে প্রভু দ্বারা স্বর্গীয় মালা গ্রহণে পুরস্কৃত হবে।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ সমস্ত বিষয় যেন তোমাদের হৃদয়ে টিকে থাকে। আমরা এবিষয় ভাবতে ভাবতে বা ধ্যান করতে করতে যদি নির্যাতনের দিন এসে উপস্থিত হয়, তবে খ্রীষ্টের সৈন্য তাঁর আদেশ ও নির্দেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ভয় করবে না, বরং জয়মালার জন্য প্রস্তুত হবে।

শ্লোক

℣ ঈশ্বরের জন্য স্তানিস্লাস মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন:
℟ খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।
℣ ইহলোকের জীবনের চেয়ে তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রীত হলেন:
℟ খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

১৩ই এপ্রিল

পোপ প্রথম মার্টিন, সাক্ষ্যমর

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু মার্টিনের পত্রাবলি — পত্র ১৭

প্রভু কাছে আছেন, আমি কিসের চিন্তা করব?

আমরা সর্বদাই এই আশা নিয়েই তোমাদের কাছে লিখি, যেন তোমাদের ভালবাসাকে সান্ত্বনা দিতে পারি, ও আমাদের বিষয়ে তোমরা, ও তোমাদের সঙ্গে সকল পুণ্যজন ও আমাদের ভাইবোনেরাও ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে আমাদের প্রতি যত্ন দেখিয়ে যে অসংখ্য দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত আছ, তাতে যেন তোমাদের একটু আরাম দিতে পারি।

এ সকল অঞ্চলের বাসিন্দা সকলেই বিধর্মী। আর শুধু তা নয়: যারা এই দিকে এসে বসবাস করতে লাগল তারাও বিধর্মীদের চালচলন গ্রহণ করেছে, যার ফলে ভালবাসা ও করুণার যে মনোভাব বর্বরেরাও নিজেদের প্রতি দেখায় তাও হারিয়ে ফেলেছে।

যারা ছিল আমার দলের লোক, তাদের নির্মম ও শীতল ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়েছি, এখনও আছি। আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, যারা আমার বন্ধু ও আমার কুটুম্ব, তারা আমার প্রতি তত নিশ্চিন্ত হতে পারবে ও আমার দুর্দশা বিষয়ে এত অযত্নশীল হতে পারবে যে আমি কেমন আছি বা এখনও জীবিত আছি বা ইতিমধ্যে মরে গেছি তাও জানতে চাইবে না।

অথচ অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত আমরা সকলে কি একই কাদা ও একই মাটি দিয়ে গড়া নই? আমাদের সকলকে কি খ্রীষ্টের বিচারমঞ্চের সামনে দাঁড়াতে হবে না? তবে কেমন বিবেকে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হব? হয় তো ভয় কিংবা আশঙ্কা সেই মানুষদের ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করতে প্ররোচনা করেছে। কিন্তু তবুও তেমন ভয়ের ভিত্তি কীবা থাকতে

পারে? পাপাত্মা কতই না অবমাননার কারণ হল! তাতে আমি গোটা মণ্ডলীরই শত্রু ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীই বলে পরিগণিত হয়েছি!

কিন্তু যিনি চান, *সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে,* সেই ঈশ্বর সাধু পিতরের প্রার্থনার পুণ্যফলে তাদের হৃদয় সত্য বিশ্বাসে সুস্থির করুন, সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীর বিরুদ্ধে বা আমাদের মণ্ডলীর শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় করে তুলুন। বর্তমানে যিনি তাদের শাসন করছেন, ঈশ্বর তাদের সেই পালককেই বিশেষভাবে শক্তি দান করুন, যেন মাত্রাটুকুও না ছেড়ে ও যতই গৌণ অংশও বিকৃত না করে তারা ঈশ্বরের ও স্বর্গদূতদের সামনে স্বাক্ষরিত ও স্বীকৃত বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ বলে রক্ষা করতে পারে, যার ফলে দুর্ভাগা এই আমার সঙ্গে তারাও আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের হাত থেকে ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততার মালা লাভ করতে পারে।

প্রভু নিজে নিশ্চয়ই আমার এ দুঃখী দেহের যত্ন নেবেন: হয় অবিরত যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে ফেলে রাখবেন, না হয় আমাকে কিছুটা আরাম ভোগ করতে দেবেন—তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেইমত করুন।

প্রভু কাছে আছেন, তাই আমি কিসের চিন্তা করব? আশা রাখি, তাঁর করুণায় তিনি আমার এই দুর্দশা শেষ করে দিতে আর দেরি করবেন না, যেভাবে তিনি ভাল জ্ঞান করবেন। তোমাদের সকল প্রিয়জনকে প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাও; তাদেরও শুভেচ্ছা জানাও যারা ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমার প্রতি মমতা দেখিয়েছে। পরাৎপর প্রভু তাঁর পরাক্রান্ত বাহু দ্বারা সমস্ত প্রলোভন থেকে তোমাদের রক্ষা করুন ও আপন রাজ্যে তোমাদের নিরাপদে একত্রিত করুন।

শ্লোক ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮,১০ দ্রঃ

℣ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছি:

℟ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

℣ খ্রীষ্টযীশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:

℟ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

২১শে এপ্রিল

সাধু আন্সেলমো, ধর্মপাল ও আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আন্সেলমো-লিখিত 'প্রশ্লোগিয়োন' ১৪ অধ্যায় ১৬,২৬

তোমাকে নিয়ে আনন্দ করার জন্য আমি যেন তোমাকে জানতে ও ভালবাসতে পারি

প্রাণ আমার, যার অন্বেষণ করছিলে, তুমি কি তার সন্ধান পেয়েছ? তুমি ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে আবিষ্কার করেছ যে তিনি এমন, যিনি সকলের মধ্যে সর্বোত্তম, যাঁর সম্বন্ধে অধিকতর ভাল কিছুও অচিন্তনীয়: তিনি স্বয়ং জীবন, আলো, প্রজ্ঞা, মঙ্গলময়তা, শাশ্বতসুখ, সুখময় শাশ্বতকাল; তিনি সর্বস্থানে ও সর্বদাই বিরাজমান।

হে প্রভু আমার পরমেশ্বর, তুমি তো আমাকে গড়েছ, আমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতও করেছ। আমার আকাঙ্ক্ষী প্রাণ যেন তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, এখন তুমি তাকে বল, সে যা দেখতে পেয়েছে তার চেয়ে তোমার সম্বন্ধে দেখার মত আর কীবা আছে। অধিক কিছু দেখবার জন্য প্রাণ তো মুখ বাড়ায়, অথচ সে একবার যা দেখেছে, তাছাড়া অন্ধকার ব্যতীত আর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এমনকি, প্রাণ অন্ধকারও দেখে না, কেননা তোমাতে অন্ধকার নেই; বরং সে এ দেখে যে, নিজের অন্ধকারের দরুন সে অধিক কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

প্রভু, যে আলোতে তুমি বাস কর তা সত্যি অগম্য। এমন কিছু নেই, যা এই আলোকে ভেদ ক'রে সেই আলোয় তোমাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়! আমি সেই আলো দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আমার জন্য তা অতি আলোময়; তথাপি যেমন অসুস্থ চোখ যা দেখে সূর্যের আলোর মাধ্যমেই তা দেখে অথচ স্বয়ং সূর্যের মধ্যে তাকাতে পারে না, তেমনি যা কিছু দেখতে পাই, আমি সেই আলোরই মাধ্যমে দেখতে সক্ষম। সেই আলোর বেলায় আমার জ্ঞান কিছু করতে পারে না; সেই আলো অতি উজ্জ্বল বিধায় জ্ঞান তা উপলব্ধি করতে অক্ষম, আমার মনশ্চক্ষুর পক্ষেও বেশিক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে থাকা অসহ্য। চোখটা সেই বিভায় ঝলসিয়ে আসে, সেই সীমাহীনতায় পরাজিত হয়, সেই মহত্ত্বে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

হে অপর অগম্য আলো, হে পরিপূর্ণ দিব্য সত্য, তুমি আমার কাছ থেকে কতই না দূরে আছ অথচ আমি তোমার কতই না কাছাকাছি! তুমি আমার দৃষ্টি থেকে কতই না দূরবর্তী অথচ আমি কতই না তোমার দৃষ্টিগোচরে রয়েছি। তুমি সর্বস্থানে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত অথচ আমি তোমাকে দেখতে অক্ষম। তোমাতেই আমার গতি, তোমাতেই আমি বিরাজমান, অথচ তোমার কাছে যেতে অক্ষম। তুমি আমার অন্তরে, আমার চারদিকে বিদ্যমান, অথচ আমি তোমাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

হে পরমেশ্বর, যাচনা করি, আমি যেন তোমাকে জানতে পারি, যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি—তবেই তোমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারব। আর যদি এ জীবনকালে তা সম্পূর্ণরূপে না করতে পারি, কমপক্ষে আমি দিনে দিনে যেন এগতে পারি যেপর্যন্ত পরিপূর্ণতার কাছেই না এসে পৌঁছি। এখানে তোমার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বাড়ুক, ও অপর জীবনে তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বাড়ুক, ও একদিন সিদ্ধি লাভ করুক, যাতে এজগতে আমার আনন্দ প্রত্যাশায় বৃদ্ধি পায় ও ভাবী যুগে তোমাকে চিরকালের মত পেয়ে সেই আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রভু, তুমি তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে আজ্ঞা দিয়েছ, এমনকি এ সুমন্ত্রণা দিয়েছ আমরা যেন যাচ্না করি; প্রতিশ্রুতিও দিয়েছ যে, যাতে আমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয় আমরা যা যাচনা করব তা পাবই। প্রভু, আমাদের সেই আশ্চর্য সুমন্ত্রণাদাতার মাধ্যমে তুমি যে সুমন্ত্রণা দান করেছ, আমি তা-ই যাচ্না করি: তোমার সত্য সম্বন্ধে তুমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আমি যেন তা-ই পেতে পারি, যাতে আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হয়। হে সত্যবাদী ঈশ্বর, আবার যাচ্না করি: আমি যেন তা পেতে পারি, যাতে আমার আনন্দ পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে আমার মন ধ্যানমগ্ন থাকুক, আমার জিহ্বা তার বিষয়ে কথা বলুক। তার জন্য আমার প্রাণ ক্ষুধার্ত হোক, আমার মাংস তৃষ্ণার্ত হোক, আকাঙ্ক্ষিত হোক আমার সমস্ত সত্তা যেপর্যন্ত আমি না প্রবেশ করি আমার সেই প্রভুর আনন্দে যিনি যুগযুগব্যাপী ধন্য একেশ্বর ত্রিত্ব। আমেন।

শ্লোক

প্র বেনেডিক্ট-অনুসারী বিখ্যাত ঐশবিদ্ আন্সেলমো আপন সন্ন্যাসীদের কাছে প্রেমময় পিতা বলেই গণ্য ছিলেন, ও ধর্মপাল পদে উন্নীত হলেন।
উ তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলছিলেন: খ্রীষ্টের কনে ক্রীতদাসী নয়, স্বাধীন।
উ তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। আল্লেলুইয়া।

২৩শে এপ্রিল

সাধু আদালবার্ট, ধর্মপাল ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি উপদেশ ৩২৯:১-২

সত্যিই মূল্যবান সেই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু যা খ্রীষ্টের মৃত্যুমূল্যে কেনা হয়েছে!

যাঁদের জন্য মণ্ডলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত, সেই পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দের এতই গৌরবময় কর্মকীর্তির জন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কতই না সত্যাশ্রয়ী সেই বাণী যা আমরা এইমাত্র গান করেছি: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু;* হ্যাঁ, সেই মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান, তাঁরও দৃষ্টিতে মূল্যবান যাঁর নামের খাতিরে সেই মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যুর মূল্য হচ্ছে কেবল একজনেরই মৃত্যু। কতগুলো মৃত্যুই না কিনেছেন সেই একজনমাত্র, যিনি নিজে না মরলে গমের সেই দানার বহুবৃদ্ধি হত না! তোমরা তাঁর সেই বাণী শুনেছ যা তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে যেতে, অর্থাৎ আমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করেছিলেন: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।*

বাস্তবিকই তিনি ক্রুশের উপরে এক মহা ক্রয়কর্ম সাধন করলেন; সেই ক্রুশের উপরেই আমাদের পক্ষে মুক্তিমূল্য ব্যয় করলেন, কেননা তাঁর পাশ সৈন্যের বর্শার আঘাতে খুলে গেলে তা থেকে সারা বিশ্বের মুক্তিমূল্য নির্গত হল।

তখন ভক্ত ও সাক্ষ্যমর উভয়কেই কেনা হল, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হল: রক্তই তার সাক্ষী। তাঁদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁরা তা মিটিয়ে দিলেন, তাতে ধন্য যোহনের এ বাণী পূর্ণ করলেন: *খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমাদেরও তেমনি ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।*

অন্যত্র লেখা রয়েছে: *তুমি মহাভোজে আসন নিয়েছ; তোমার সামনে যা যা পরিবেশন করা হল, তা ভাল মত বিবেচনা কর, কেননা তোমাকেও সেরূপ ভোজের আয়োজন করতে হবে।* সেটিই হচ্ছে মহাভোজটি, যে ভোজে ভোজকর্তা নিজেই খাদ্য। এমন কেউই নেই যে নিজেকে দিয়েই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান: খ্রীষ্ট প্রভু ঠিক তাই করেন, তিনিই নিমন্ত্রণকারী, আবার তিনিই খাদ্য ও পানীয়। সাক্ষ্যমরেরা জানতেন তাঁদের কী খেতে ও পান করতে হবে, যেন সেরূপ প্রতিদান দিতে পারেন।

কিন্তু প্রথমে যিনি মূল্য দিয়েছেন, তিনি যদি প্রতিদান দেওয়ার মত বস্তুটা না দিতেন, তবে কেমন করে তাঁরা সেরূপ প্রতিদান দিতে পারতেন? এজন্য আমরা যা গান করেছি *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু*, এই সামসঙ্গীতও দেওয়া বিষয়ে কী চেতনা দেয়?

প্রাচীনকালের মানুষ তা-ই বিচার-বিবেচনা করেছিল যা প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিল; অর্থাৎ সেই মানুষ সেই সর্বশক্তিমানের অসংখ্য অনুগ্রহদানগুলির দিকে চেয়ে দেখল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে পথভ্রষ্ট হলে যিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে যিনি তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন, সে নিজ দুর্বল শক্তিতে সংগ্রাম করতে করতে যিনি তাকে সহায়তা করেছিলেন, সে বিপদে পতিত হলে যিনি নিজেকে ফিরিয়ে নেননি, তাকে জয়মালায় ভূষিত করেছিলেন ও পুরস্কার স্বরূপ নিজেকেই দান করেছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বলে উঠেছিল: *আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব? পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরব।*

কোন্ পাত্রের কথা বলা হচ্ছে? যন্ত্রণাভোগের সেই তিক্ত ও পরিত্রাণদায়ী পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে; সেই পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে যা চিকিৎসক প্রথম পান না করলে রোগপীড়িত মানুষ কখনও স্পর্শ করতে সাহস করত না! হ্যাঁ, সেই পানপাত্র ঠিকই তাঁর যন্ত্রণাভোগ; আর একথা আমরা স্বয়ং খ্রীষ্টের বাণীতেই প্রমাণিত দেখতে পাই, কেননা তিনি বললেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরিয়ে দাও।*

এ পাত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরেরা বললেন, *পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম।* আচ্ছা, তোমার কি ভয় হচ্ছে তুমি পারবে না? না, আমি সে ভয় করি না। কেন? কারণ আমি প্রভুর নাম করব। সাক্ষ্যমরেরা কেমন করে জয়ী হতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই যদি না জয়ী হতেন যিনি বলেছেন, *আনন্দে মেতে ওঠ, আমি জগৎকে জয় করেছি?* স্বর্গরাজ

তাঁদের অন্তর ও তাঁদের জিহ্বা চালিত করছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে জয় করছিলেন ও স্বর্গে সাক্ষ্যমরদের মাল্যভূষিত করছিলেন। আহা, যাঁরা এভাবেই এ পাত্রে পান করেছেন, তাঁরা ধন্য! তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সমাপ্তি দেখেছেন ও স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, উদ্বুদ্ধ হও! চোখে যা দেখতে পাও না তা অন্তরে ও প্রাণে বিচার-বিবেচনা করে থাক, তবেই দেখতে পাবে যে, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।*

শ্লোক ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮,১০ দ্রঃ

প্র আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছি:

উ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

প্র খ্রীষ্টযীশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:

উ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

একই দিন ২৩শে এপ্রিল

সাধু জর্জ, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি — পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩

তিনি ক্রুশের জয়ধ্বজায় আশ্রয় নিয়ে অপরাজেয়

প্রিয়জনেরা, আজকের পর্ব পাস্কার আনন্দ দ্বিগুণ করছে, ও মূল্যবান রত্নের মত নিজ প্রভার সৌন্দর্যে সেই সোনা আরও উজ্জ্বল করে তোলে যার মধ্যে রত্নটা বসানো।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাক্ষ্যমর জর্জ এক সৈন্যজীবন থেকে অন্য সৈন্যজীবনে পদার্পণ করলেন: তিনি নিজ সেনাপতি ভূমিকা খ্রীষ্টীয় সেনাদলের সঙ্গে বিনিময় করলেন, ও নতুন সেনাদলে পার হয়ে বীরযোদ্ধার মত ব্যবহার করলেন। গরিবদের কাছে সবকিছু বিলি করে দিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে পার্থিব বিষয়ের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন; তাতে মুক্ত হয়ে ও বিশ্বাসের বুকপাটা পরে তিনি খ্রীষ্টের সাহসী যোদ্ধার মত যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলেন।

একথা দ্বারা আমরা এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি যে, যারা পার্থিব বিষয় ত্যাগ করতে এখনও ভীত, তারা শক্তির সঙ্গে ও উপযোগী রূপে সংগ্রাম করতে পারে না। কিন্তু সাধু জর্জ পবিত্র আত্মার আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে ও ক্রুশের জয়ধ্বজায় আশ্রয় নিয়ে অপরাজেয় হয়ে অনিষ্টের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তিনি সকল দুর্জনের অধিপতিকে ও তার চাকরদের জয় করেই পরাস্ত করলেন, ও খ্রীষ্টের সৈন্যদের হৃদয়ে সাহস ও বীর্য সঞ্চার করলেন। যদিও অদৃশ্য অবস্থায়, তবু প্রধান সেনাপতিও সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন; আসলে তিনিই নিজ বিশেষ পরিকল্পনা দ্বারা ভক্তিহীনের দলের উপর মানুষকে সাহসের সঙ্গে বিজয়ী যুদ্ধ চালাতে দেন! আর যদিও তিনি নিজ সাক্ষ্যমরকে ঘাতকের হাতে দিলেন, তথাপি তাঁর আত্মাকে নিরাপদ রেখে রক্ষা করলেন ও উপযুক্তভাবে অক্ষুণ্ণ রাখলেন, কেননা সেই আত্মা বিশ্বাসের অপরাজেয় শৈলের উপরেই অবলম্বন করছিল।

এসো, প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা যেন স্বর্গীয় সৈন্যদলের এ যোদ্ধাকে কেবল শ্রদ্ধা না করি, বরং তাঁর অনুকরণও করি। এসো, স্বর্গীয় গৌরবের পুরস্কারের দিকেই প্রাণ উত্তোলন করি। সেই দর্শনে চোখ নিবদ্ধ রাখলে কিছুই আমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না: পার্থিব অভিলাষের আকর্ষণীয় হাসিমুখও নয়, নির্যাতনের কোলাহলপূর্ণ হুমকিও নয়।

এসো, পলের আদেশ মত আমরা দেহে ও আত্মায় নিজেদের পরিশুদ্ধ রাখি, তবেই একদিন সেই আনন্দধামে প্রবেশ করতে পারব যা এখন কেবল মনশ্চক্ষু দ্বারাই দর্শন করি।

উপরন্তু, যে কেউ খ্রীষ্টের তাঁবুতে সেই মণ্ডলীতে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেষ্টা করে, দীক্ষাকুণ্ডে স্নাত হওয়ার পর তাকে সদ্‌গুণের পোশাক পরিধান করতে হবে, যেমনটি লেখা আছে: *তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক।*

দীক্ষাস্নানে যে কেউ খ্রীষ্টে নবমানুষ হয়ে জন্ম নেয়, সে যেন মরণশীলতার পোশাক আর না পরে, কিন্তু পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করে নবমানুষকে পরিধান করলে পর পুণ্য পবিত্র জীবনাচরণ করে সেই মানুষেই থাকুক; তবেই প্রাচীন পাপের কলুষ থেকে শুদ্ধ হয়ে ও নব অস্তিত্বের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে আমরা পাস্কা-রহস্য যোগ্যরূপে উদ্‌যাপন করতে পারব ও সাক্ষ্যমরদের আদর্শ সত্যিকারেই অনুকরণ করব।

শ্লোক

প্র ঈশ্বরের জন্য জর্জ মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন:

উ খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি। আল্লেলুইয়া।

প্র ইহলোকের জীবনের চেয়ে তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রীত হলেন:

উ খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি। আল্লেলুইয়া।

২৪শে এপ্রিল

সিগমারিঙ্গেনের সাধু ফিদেলিস, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ফিদেলিসের গুণকীর্তন

নামে ও কথাকর্মেও তিনি বিশ্বস্ত

পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের রক্ষাকর্তা সেই সাধু ফিদেলিসের স্মৃতি এ কথায় পালন করলেন:

তিনি আপন ভালবাসার পূর্ণতা প্রতিবেশীকে সান্ত্বনা দেওয়ায় ও সাহায্য করায় বিস্তার করতেন, সকল দুঃখীকে পিতৃস্নেহে আলিঙ্গন করতেন, এবং চারদিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করে গরিবের অগণিত দলকে পালন করতেন।

প্রভাবশালীদের ও রাজপুরুষদের সহায়তা অবলম্বন করে তিনি এতিম ও বিধবাদের একাকী অবস্থা লঘু করতেন। যত আধ্যাত্মিক ও দৈহিক আরাম দানে তিনি বন্দিদের অক্লান্তভাবে সাহায্য করতেন, যত্ন সহকারে অসুস্থদের কাছে গিয়ে দেখা করতেন, তাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিতেন, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের পুনর্মিলিত করতেন, ও চরম সংগ্রামের সম্মুখীন হতে তাদের অস্ত্র-সজ্জিত করতেন। তেমন কর্মে তিনি তখনই সবচেয়ে প্রচুর শস্য সংগ্রহ করলেন, যখন অস্ট্রিয়ার সেনাদল রেতিয়ায় শিবির স্থাপন করে ভীষণ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুখের হাতে নির্মমভাবে বহুল পরিমাণে ধ্বংসিত হল।

যাঁর নামের অর্থ বিশ্বস্ত, সেই সাধু ফিদেলিস নামে ও কথাকর্মেও বিশ্বস্ত হয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে ছাড়া কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের রক্ষায়ও অতুলনীয় হলেন। তা তিনি অক্লান্তভাবে প্রচার করলেন, ও রক্তদানে তার সাক্ষ্য দেওয়ার অল্প দিন আগে তিনি শেষ উপদেশে উইল রূপে সেই বিশ্বাস আলোচ্য বিষয় করে বললেন: হে কাথলিক ধর্মবিশ্বাস, যা দৃঢ়রূপে স্থাপিত, শক্তিশালী ও গভীরে রোপিত! তোমার ভিত একটি বিপদমুক্ত শৈল! আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, তুমি কিন্তু লোপ পাবে না। গোটা জগৎ আদি থেকে তোমাকে বাধা দিল, তুমি কিন্তু অপরাজেয় শক্তি দেখিয়ে সবকিছুর উপরে বিজয়ী হলে।

যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাস-ই খ্রীষ্টের প্রভুত্বে পরাক্রমী রাজাদের বশীভূত করেছে, ও জাতিগুলোকে খ্রীষ্টের বশ্যতা স্বীকারে এনেছে।

বিশ্বাস, বিশেষভাবে পুনরুত্থানেই বিশ্বাস ছাড়া কীইবা পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদের হিংস্র সংগ্রাম ও তীব্রতম দন্ড সহ্য করার শক্তি দিয়েছে?

জীবন্ত বিশ্বাস ছাড়া কীইবা সন্ন্যাসীদের এমন শক্তি দিয়েছে তাঁরা যেন অভিলাষ ও সম্মান অবজ্ঞা করেন, ঐশ্বর্য পদদলিত করেন, ও পুণ্য কৌমার্যে প্রান্তরে জীবনধারণ করেন?

এমন কীই বা আজ এমনটি ঘটায়, যেন প্রকৃত বিশ্বাসীরা আমোদ-প্রমোদ অস্বীকার করে, সংসারের অভিলাষ ত্যাগ করে, দুঃখকষ্ট সহ্য করে, ও পরিশ্রম বহন করে? সেই জীবন্ত বিশ্বাস-ই তাই ঘটায়, যা ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে, ভাবী মঙ্গলদানের প্রত্যাশায় বর্তমান মঙ্গল বিসর্জন দেওয়ায়, ও পার্থিব বিষয়ের স্থানে স্বর্গীয় বিষয় উপনীত করে।

শ্লোক ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮,১০ দ্রঃ
প্র আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছি:
উ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।
প্র খ্রীষ্টযীশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:
উ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

২৫শে এপ্রিল

সাধু মার্ক, সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-১৬

একদেহে বিবিধ অনুগ্রহদান-বিতরণ

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন

মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

শ্লোক ২ পি ১:২১; প্রবচন ২:৬

প্র নবীয় বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি,

উ বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন, তাঁরই মুখ থেকে সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি নিঃসৃত হয়;

উ বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ২

সুসমাচার-প্রচারকদের ভূমিকা

আকাশমণ্ডল, আনন্দ কর, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন; হে পৃথিবীর ভিত, তুরি বাজাও। ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দৈববাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রীষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে; কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম সেই আত্মিক গৃহ যা সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে, কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রীষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয় প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র,* তখন খ্রীষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব,* যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই শৈল হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তাঁর ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণীর চূড়ায়।* পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের এ তুলনা সত্যি উপযুক্ত, কারণ তাঁদের খ্রীষ্টজ্ঞান উত্তরপুরুষদের জন্য ভিত্তির মতই দৃঢ়স্থাপিত হল, যারা তাঁদের জালে পড়ে ধর্মান্তরিত হবে, তাদের যেন এমনটি না ঘটে যে, তারা বিশ্বাস-ভ্রান্তিতে পড়বে।

সুতরাং পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল, তাতে *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।* সুসমাচারের দৈববাণীর প্রচারক ও খ্রীষ্টের অনুগ্রহদানগুলির সেবক রূপে তাঁরা এখনও জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করে চলেন; কেননা যেখানে পাপের ক্ষমা রয়েছে, ও রয়েছে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তালাভ, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, দত্তকপুত্রত্বের জ্যোতি, স্বর্গরাজ্য, ও অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় মঙ্গলদানগুলির নিশ্চিত প্রত্যাশা, সেখানে অনির্বাণ আনন্দ ও উল্লাসও বিরাজিত।

শ্লোক সাম ১৯:৪,৫; প্রজ্ঞা ৫:১

প্র নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী, শোনা যায় না কো তাঁদের কণ্ঠস্বর, তবু

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

প্র ধার্মিকেরা মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবেন, যারা তাঁদের অত্যাচার করেছিল।

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

২৮শে এপ্রিল

সাধু পিতর শানেল, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতরের গুণকীর্তন

সাক্ষ্যমরদের রক্ত খ্রীষ্টানদের বীজ

মারীয়া-সঙ্ঘের ধর্মজীবন গ্রহণ করা মাত্রই পিতর নিজ আবেদন অনুসারে ওশেনিয়ার মিশনে প্রেরিত হলেন, ও প্রশান্ত মহাসাগরের ফুতুনা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে খ্রীষ্টনাম তখনও প্রচারিত হয়নি। যাজকীয় শ্রেণীর নয় এমন যে ধর্মব্রতী

তাঁর সঙ্গে সবসময় ছিলেন, তিনি এ কথায় পিতরের মিশনারী জীবন বর্ণনা করেন: 'নানা পরিশ্রমে, রোদের উত্তাপে পুড়ে ও প্রায়ই ক্ষুধায় শ্রান্ত হয়ে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে একেবারে পরিশ্রান্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসতেন: তিনি কিন্তু সবসময় দৃঢ়মনা ছিলেন, তাঁর অন্তরও ছিল উদ্দীপনায় পূর্ণ; আবার, তিনি এমন আনন্দ প্রকাশ করতেন ঠিক যেন আমোদ-প্রমোদের স্থান থেকেই ফিরে আসছিলেন—এ কেবল একদিনের ব্যাপার নয়, প্রায় প্রতিদিনই তেমনটি ঘটত।

সাধারণত তিনি ফুতুনা-বাসিন্দাদের যাচ্না কখনও অপূর্ণ রাখতেন না, তাদেরও নয়, যারা তাঁকে নির্যাতন করত; এদের তিনি ক্ষমার চোখে দেখতেন, কখনও ফিরিয়ে দিতেন না, যদিও তারা রুক্ষ ও বিরক্তিকর ভাবে ব্যবহার করত। কাউকে বাদ না দিয়ে সকলেরই প্রতি নির্বিশেষে তাঁর কোমলতা ছিল অতুলনীয়।'

তবে যিনি একদিন একটি সহভ্রাতাকে বলেছিলেন 'তেমন কঠিন মিশনে আমাদের উচিত পুণ্যবান ব্যক্তি হওয়া,' তিনি যে সেই দ্বীপের বাসিন্দাদের দ্বারা 'স্বর্ণহৃদয়' বলে অভিহিত হলেন এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।

আস্তে আস্তে তিনি খ্রীষ্টকে ও তাঁর সুসমাচার প্রচার করলেন, তবু কোন ফল পাচ্ছিলেন না। তথাপি নিজ মানবীয় ও ধর্মীয় মিশনারী-কর্ম অপরাজেয় নিষ্ঠার সঙ্গেই চালিয়ে যেতে যেতে তিনি খ্রীষ্টের আদর্শ ও বাণীর উপর নির্ভর করছিলেন: *একজন বীজ বোনে, অপর একজন ফসল সংগ্রহ করে।* এজন্য যাঁর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, সেই ঈশ্বরজননীর কাছে সহায়তা যাচ্না করায় তিনি কখনও ক্ষান্ত ছিলেন না।

ফুতুনার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের প্রভুত্বের অধীনে বাসিন্দাদের রাখবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার সমর্থন করছিল, তিনি সেই অপদূত পূজাকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমেই বিনাশ করলেন।

এজন্য তারা তাঁর অতি কষ্টকর মৃত্যু ঘটাল: তাদের আশা, পিতরের মৃত্যুতে তাঁর বোনা সমস্ত খ্রীষ্টধর্মীয় বীজ বিনষ্ট হবে।

কিন্তু তাঁর সাক্ষ্যমরণের আগের দিন তিনি নিজেই বলেছিলেন: 'আমি মরলেও কোনও অসুবিধা নেই; কেননা খ্রীষ্টধর্ম এ দ্বীপে এতই সুন্দরভাবে রোপিত হয়েছে যে, আমার মৃত্যুতেও তার উৎপাটন হবে না।'

সাক্ষ্যমরটির রক্ত বিশেষভাবে ফুতুনা-বাসিন্দাদেরই উপকার করল; কেননা অল্প বছর পরে তারা সকলেই খ্রীষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করল; কিন্তু ওশেনিয়ার অন্য সকল দ্বীপও উপকৃত হল: এখন সেখানে খ্রীষ্টমণ্ডলী অধিক ফলপ্রসূ; এমনকি তারা পিতরকে তাদেরই প্রথম সাক্ষ্যমর বলে গণ্য করে।

শ্লোক লুক ১০:২; শিষ্য ১:৮

প্র ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প;

উ ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। আল্লেলুইয়া।

প্র তোমরা সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম লাভ করবে, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন, তখন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

উ ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। আল্লেলুইয়া।

২৯শে এপ্রিল

সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও আচার্যা

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'তত্ত্বাবধান-ঈশ্বরের সংলাপ' ১৬৭

আমি আস্বাদন করেছি, আমি দেখেওছি

হে সনাতন ঈশ্বরত্ব, হে সনাতন ত্রিত্ব, তুমি তো মানবস্বরূপের সঙ্গে মিলন গুণে তোমার একমাত্র পুত্রের রক্ত এত মূল্যবান করে তুলেছ! হে সনাতন ত্রিত্ব, তুমি এমন এক গভীর সমুদ্র, যার মধ্যে আমি যতই অনুসন্ধান করি তত সন্ধান পাই, ও যতই পাই তত বৃদ্ধি পায় তোমায় সন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা। তুমি তো অতৃপ্তিকর, আর প্রাণ তোমার অতলন্ত গভীরতায় তৃপ্তি পেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না, কেননা তোমার প্রতি তার ক্ষুধা থেকে যায়, তোমার আকাঙ্ক্ষায় সে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষিত হয়, কারণ, হে সনাতন ত্রিত্ব, প্রাণ তোমার আলোর আলোতেই তোমাকে দেখতে বাসনা করে।

হে সনাতন ত্রিত্ব, আমি উপলব্ধি-শক্তির আলোয় তোমার অতলান্ত গভীরতা আস্বাদন করেছি ও দেখতে পেয়েছি, তোমার সৃষ্টজীবের সৌন্দর্যও আস্বাদন করেছি ও দেখতে পেয়েছি। এজন্য তোমার মধ্যে আমার আমিকে দে'খে আমি, হে সনাতন পিতা, তোমার পরাক্রম দ্বারা যে বুদ্ধি আমাকে দেওয়া হয় তা দ্বারা, ও তোমার একমাত্র পুত্রকে যে প্রজ্ঞা আরোপ করা হয় তারও দ্বারা আমি দেখতে পেয়েছি, আমি তোমারই প্রতিমূর্তি। উপরন্তু, যিনি তোমা থেকে ও তোমার পুত্র থেকে আগত, সেই পবিত্র আত্মা আমাকে এমন ইচ্ছা দান করেছেন যাতে তোমাকে ভালওবাসতে পারি।

কেননা, হে সনাতন ত্রিত্ব, তুমি স্রষ্টা, আর আমি সৃষ্টি; আর যখন তুমি তোমার পুত্রের রক্ত দ্বারা আমাকে পুনঃসৃষ্ট করেছ, তখন যেহেতু উপযোগী জ্ঞানও দান করেছ, সেজন্য আমি জানতে পেরেছি যে তুমি তোমার সৃষ্টজীবের সৌন্দর্যের প্রতি প্রেমেই পড়েছ।

হে অতলান্ত গভীরতা, হে সনাতন ত্রিত্ব, হে ঈশ্বরত্ব, হে গভীর সমুদ্র! নিজেকে দান করা ছাড়া আর কীবা তুমি দিতে পারতে? তুমি তো এমন আগুন যা নিত্যই জ্বলন্ত হয়েও কখনও নিঃশেষিত হয় না। তুমিই বরং তোমার উত্তাপে প্রাণের যত অহঙ্কার নিঃশেষ করে ফেল।

তুমি এমন আগুন যা সমস্ত শীতল বাতিল করে দেয়, তুমি তো তোমার আলোয় অন্তর আলোকিত কর সেই আলোতে, যা দ্বারা আমার কাছে তোমার নিজের সত্য দেখিয়েছ।

এই আলোতে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করলে আমি তোমাকে পরম মঙ্গল বলে জানি, এমন মঙ্গল যা অন্য সমস্ত মঙ্গলের উর্ধ্বে—আনন্দপূর্ণ মঙ্গল, দুর্জ্ঞেয় মঙ্গল, অমূল্য মঙ্গল, সৌন্দর্যের অতীত সৌন্দর্য, প্রজ্ঞার অতীত প্রজ্ঞা। এমনকি তুমি নিজেই স্বয়ং প্রজ্ঞা। তুমিই স্বর্গদূতদের খাদ্য, তুমিই তো প্রেমাগ্নিতে মানুষের কাছে নিজেকে দান করেছ।

তুমি এমন বস্ত্র যা আমার সমস্ত বস্ত্রহীনতা পরিবৃত করে। তুমি এমন খাদ্য যা তোমার কোমলতায় ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করে। তুমি এমন মধুময় যার কোন তিক্ততা নেই—হে সনাতন ত্রিত্ব!

শ্লোক পরম গীত ৫:২ দ্রঃ

℣ বোন আমার, হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, আমার সঙ্গে একই রাজ্যের অংশী হও; সখী আমার, তুমি তো আমার গভীরতম রহস্যগুলির সহভাগী;

℟ তুমি আমার আত্মার দানে ধনবতী, তুমি আমার রক্তক্ষরণ গুণে কালিমা-মুক্তা। আল্লেলুইয়া।

℣ ধ্যানের নিস্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার সত্যের অক্লান্তিকর সাক্ষী হও।

℟ তুমি আমার আত্মার দানে ধনবতী, তুমি আমার রক্তক্ষরণ গুণে কালিমা-মুক্তা। আল্লেলুইয়া।

৩০শে এপ্রিল

পোপ পঞ্চম পিউস

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ১২৪শ বিভাগ ৫

মণ্ডলী সেই শৈলেরই উপরে স্থাপিত হয়েছে যা পিতরের স্বীকারোক্তির বিষয় ছিল

মানবজাতি যে সমস্ত যন্ত্রণায় ভুগছে, তা জুড়িয়ে দেওয়ায় ঈশ্বর কখনও ক্ষান্ত হন না; তিনি যা করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, সেই কালের পূর্ণতা এসে উপস্থিত হলে তিনি যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন, তিনি যেন ঈশ্বর হয়ে থেকেও মানুষ হন ও *ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থও হন—সেই মানব খ্রীষ্টযীশু।*

তাঁর ইচ্ছা, খ্রীষ্টের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা নবজন্মের প্রক্ষালন দ্বারা সকল পাপের দণ্ড থেকে মোচন পেয়ে অনন্ত দণ্ডাদেশ থেকে মুক্তি লাভ করবে ও বিশ্বাসে, আশায় ও ভালবাসায় জীবনযাপন করবে; এবং এসংসারে ও সংসারের শ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক প্রলোভনের মাঝে প্রবাসী রূপে চলতে চলতে তারা ঈশ্বরের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা লাভে তাঁর সামনে চলবে সেই পথ অবলম্বন ক'রে যা তাদের জন্য স্বয়ং খ্রীষ্টই হয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি একথা জেনে যে, যারা খ্রীষ্টে চলবে তারা তবু সেই পাপ থেকে মুক্ত নয় যা এজীবনের দুর্বলতার ফল, তিনি ভিক্ষাদানের কল্যাণকর প্রতিকারও দান করলেন: এর দ্বারা মানুষ তা-ই পেতে সহায়তা পাবে যা প্রভুর শেখানো প্রার্থনায় যাচ্না করা হয়, তথা, *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।*

এই সেই কাজ, যা মণ্ডলী এ সঙ্কটপূর্ণ জীবনকালে সুখময় প্রত্যাশায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধন করে থাকে,—সেই যে মণ্ডলীর প্রতীক স্বয়ং প্রেরিতদূত পিতর, যেহেতু তিনিই প্রেরিতদূতদের প্রধান।

কেননা স্বরূপের দিক থেকে পিতর ছিলেন সাধারণ একটি মানুষ, অনুগ্রহের দিক থেকে ছিলেন খ্রীষ্টভক্ত, ও অধিক প্রচুরতর অনুগ্রহের দিক থেকে ছিলেন একজন প্রেরিতদূত, এমনকি প্রেরিতদূতদের মধ্যে প্রধান; কিন্তু যখন তাঁকে বলা হল, *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে,* তখন তিনি সেই বিশ্বমণ্ডলীর প্রতীক হয়ে উঠলেন যা এসংসারে নানা পরীক্ষায় ঠিক যেন বৃষ্টিধারায়, বন্যায় ও ঝড়ে আলোড়িত হয়েও তবু পড়ে না, কারণ সেই শৈলের উপরেই স্থাপিত যা থেকে পিতর নাম নিয়েছিলেন।

আর প্রভু এজন্যই বলেছিলেন, *এই শৈলের উপরেই আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব,* কারণ পিতর বলেছিলেন: *আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।* তাই প্রভু আসলে বলতে চাইলেন, এই যে শৈল হল তোমার স্বীকারোক্তির বিষয়, আমি তার উপরেই আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব। *সেই শৈল ছিলেন খ্রীষ্ট,* যাঁর ভিতের উপরে পিতরকেও গেঁথে তোলা হল। *কেননা কেবল যা স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না, তিনি খ্রীষ্টযীশু।*

সুতরাং, খ্রীষ্টে স্থাপিত মণ্ডলী পিতরের ব্যক্তিত্বে স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তথা বাঁধবার ও মোচন করার অধিকার গ্রহণ করল; এ যে মণ্ডলী খ্রীষ্টকে ভালবাসে ও তাঁর অনুসরণ করে, তাকেই অমঙ্গল থেকে মুক্ত করা হয়। আর যারা মৃত্যু পর্যন্ত সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করে, বিশেষভাবে তাদেরই মধ্যে মণ্ডলী খ্রীষ্টের অনুসরণ করে।

শ্লোক এজে ৩:২১; ১ তি ৪:১৬

℣ তুমি ধার্মিক মানুষকে পাপ না করতে সতর্ক করলে সে যদি পাপ না করে, তবে তাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সে অবশ্য বাঁচবে,

℟ আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে। আল্লেলুইয়া।

℣ নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে;

℟ আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে। আল্লেলুইয়া।